দৈনিক খবর

তারিখ 21 SEP 1990
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

Cb

34

ঘোলা করে মনঃস্তাপ

॥ অপ্রতিম ॥

ঘরের কথা পরকে জানতে দিতে নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে এ প্রবাদ বাক্যোক্ত সত্যতা স্বীকার্য। এমন কিছু বিষয় আছে যা বলে কোন লাভ হয় না। উল্টো ছোট হতে হয়। আবার এমন কিছু বিষয় আছে যা ধামা-চাপা দেয়া ঠিক নয়। এতে অসত্যই সত্য বলে প্রতিষ্ঠা পেয়ে বসে। কোন একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক সম্পর্কিত ঘটনাটি সে ধরনের একটি ঘটনা। আদিতে এ ঘটনাটি চাপা দেয়া উচিত ছিল। অর্থাৎ প্রয়োজন ছিল ঢাক-ঢোল না পিটিয়ে নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা এবং তদন্তের মাধ্যমে উপযুক্ত প্রতিকার করা। প্রয়োজন হলে প্রধান শিক্ষককে শুধু বরখাস্ত করা নয়, তার উপযুক্ত দন্ড বিধান করা। এতে শিক্ষক এবং ছাত্রী দুই-ই গ্লানিমুক্ত থাকতে পারতো। অন্ততঃ কিছু পরিমাণে। কিন্তু প্রথমে তা করা হয়নি। বাজার মাৎ করা প্রচার চালানো হয়। এখন মনে হচ্ছে, কোন কোন মহল বিষয়টি চাপা দিতে ব্যস্ত। এর কি কোন মানে হয়?

শিক্ষক সমাজের গুরু। মানুষ গড়ার কারিগর। একটা সময় পর্যন্ত চরিত্র গঠন করার সমুদয় দায় থাকে মা-বাবার উপর। সন্তান-সন্ততির উপর তখন তার কর্তৃত্ব থাকে ষোল আনা। তাদের আচার-আচরণ, চলন-বলন এবং ভাই-বোনের কথা-বার্তা দ্বারা সে প্রভাবিত হয়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে মা-বাবার কর্তৃত্ব শিথিল হয়ে আসে। প্রকৃতি- পরিবেশ- সহপাঠি ও শিক্ষক- শিক্ষয়িত্রীর কাছ থেকে সে পাঠ নেয়। নানা কিছুর দ্বারা তার চরিত্র প্রভাবিত হতে থাকে। এ ক্ষেত্রে সবচে' বেশী প্রভাব বিস্তার করে শিক্ষক-শিক্ষিকা। শিক্ষক-শিক্ষিকার দায়িত্ব যারা পালন করেন তারাও মানুষ। সবার চরিত্র ধোয়া তুলসী পাতা হবে এমন কোন কথা নেই। তাদের মাঝেও পশু প্রবৃত্তি আছে। তবে যেহেতু তারা শিক্ষাবিদ, সেহেতু আশা করা হয় যে, তাদের শিক্ষিত মন পশু প্রবৃত্তিকে দমন করে রাখতে সক্ষম হবে। এমন কিছু করা হবে না যাতে শিক্ষার্থীর শ্রদ্ধা ভেঙ্গে খান খান হয়ে পড়ার উপক্রম করে। কিংবা তিনি সমাজ গুরুর আসন হতে খসে পড়েন। এরপরও অঘটন ঘটে যেতে পারে। যেমন ঘটেছে উল্লেখিত প্রধান শিক্ষকের ক্ষেত্রে। উক্ত শিক্ষক বয়সে প্রবীণ। প্রায় সব চুল-দাড়ি পাকা। অবশ্য একে তার নির্দোষিতার অকাট্য প্রমাণ হিসেবে খাড়া করা যায় না। প্রায় দেড়শ' বছর আগে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বলে গেছেন, 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।' যুগে যুগে এ বক্তব্য সত্য প্রমাণিত হয়েছে। অন্যদিকে সাধারণভাবে অভিযোগটি বিশ্বাস করা কঠিন। যত কিছু হোক একজন প্রবীণ শিক্ষক শত শত ছাত্রীর হাঁটা-চলার মধ্যে প্রকাশ্য অফিস কক্ষে এত বড় অনাচার করেন কি করে, বিশ্বাস করতে মন চায় না। কিন্তু সাময়িকভাবে বরখাস্ত পাঁচজন শিক্ষক জোর গলায় বলছেন, সাধুবেশী শয়তান। রীতিমত সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে তারা দাবী করেছেন যে, প্রধান শিক্ষক এবারই হেন অপকর্ম করেননি, অতীতেও তার বিরুদ্ধে অন্ততঃ চারবার এ ধরনের অভিযোগ উঠেছে। তারা আরও বলেছেন যে, এসব নানা অপকর্মের প্রতিবাদ করতে গিয়েই কোন কোন শিক্ষক চাকরি হারিয়েছেন। তাদের মতে প্রধান শিক্ষককে স্বপদে বহাল রেখে উপযুক্ত তদন্ত করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে প্রধান শিক্ষকের পক্ষ সমর্থনকারী লোকজন বলছেন অন্য কথা। তারা দাবী করছেন এ নিছক ষড়যন্ত্র। এর পেছনে কোন সত্য নেই। কিছু লোক প্রধান শিক্ষককে হেনস্থা করার জন্য এ কাজ করেছে। বলা বাহুল্য, কারো বক্তব্যই ফেলে দেয়া যায় না। আর যায় না বলেই প্রয়োজন উপযুক্ত তদন্ত। এর কারণ শিক্ষক শুধু সমাজের গুরু নন, সভ্যতার একজন স্থপতিও বটে। তিনি যে মানুষ তৈরী করেন সে মানুষই তৈরী করে সভ্যতা। তারা সাধারণ মানুষ তো বটেই, শিক্ষার্থীর কল্পনায়ও তিনি আদর্শ মানব। প্রতিটি শিক্ষার্থীই তার শিক্ষক সম্পর্কে একটা চিত্রকল্প তৈরী করে। সেখানে তিনি পূত চরিত্র-আদর্শ ও নিষ্ঠাবান পুরুষ। আর তাই ছাত্রদের উপর 'শিক্ষকের প্রভাব অসীম। শিক্ষকের আচরণ শিক্ষার্থীর উপর কি প্রভাব বিস্তার করে এর একটা দৃষ্টান্ত দেই। ছোট বেলায় আমাদের ক্লাস টিচার ছিলেন অতুল্য বাবু। লম্বা একহারা মানুষ। বছরের কোনদিনই তাকে ধুপ-দুরন্ত অবস্থা ছাড়া দেখা যেতো না। চুল এমনভাবে আঁচড়াতেন কোনদিন এক গোছা মুখের উপর পড়তে দেখিনি। শেষ বেঞ্চের শেষ ছাত্রটি পর্যন্ত তার প্রখর দৃষ্টির সামনে থাকতো। আম-জামের মৌসুমে তিনি বাড়ী ডেকে নিয়ে যেতেন। লোক ডেকে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আম-জাম পেড়ে খাওয়াতেন। অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ ছিল তার মন। কিন্তু এ অমূল্য স্যারই যখন ক্লাসে ঢুকতেন মনে হতো রয়েল বেঙ্গল টাইগার। তার ভয়ে ময়লা জামা-কাপড় পরে এবং পড়া মুখস্থ না করে আমরা কোনদিন স্কুলে যেতাম না। অতুল্য বাবু মারা গেছেন স্বাধীনতার পর পর। কিন্তু তার প্রভাব এখনো আমরা আমাদের কাজে-কর্মে অনুভব করি। শুধু অতুল্য বাবু নন, প্রতিটি আদর্শ শিক্ষকই তার শিক্ষার্থীর মনে কিছু না কিছু সুদূরপ্রসারী প্রভাব রেখে যান। আজকাল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ক'জন নিজেদের আচার-আচরণ এবং ধর্ম সম্পর্কে সচেতন, বলে লাভ নেই। শুধু এটুকু বলা যায় যে, কোন কোন সময় এমন সব অভিযোগ শোনা যায় যার প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী। ছাত্রদের কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণ, পরীক্ষায় নকল সরবরাহ এবং স্কুল-কলেজের টাকা আত্মসাৎ ইত্যাদি অভিযোগও আজকাল বিরল নয়। আর নয় বলেই শিক্ষকদের মর্যাদার আসন দিন দিন ক্ষয় হচ্ছে।

আলোচ্য ঘটনাটি ক্ষয়ের নয় রীতিমত বিনাশের। একটি কিশোরী ছাত্রীর নাম এর সাথে জড়িত। ছাত্রীটিকে আমরা আদৌ দায়ী করতে চাই না। সে বয়সে কচি। তার বুঝার ভুল হতে পারে। আবার সে অন্যের চালবাজির শিকারও হতে পারে। সুতরাং ছাত্রীটিকে কোন রকম হয়রানি না করেই এর তদন্ত করা দরকার এবং তা প্রধানতঃ দু'টি কারণে। এক, প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ কতোটা সত্য তা যাচাই করার জন্য এবং দুই, এর পেছনে কোন দুষ্টচক্র আছে কি-না তা জানার প্রয়োজন। প্রধান শিক্ষক একটি পরিবারের প্রধান। সে পরিবারে ছেলে- মেয়ে-স্ত্রী আছে। আছে ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন। এছাড়া আছে তার বন্ধু-বান্ধব। ঘটনাটি সবার মন চঞ্চল করেছে। পারিবারিক জীবনে এর প্রতিক্রিয়া যেমন দুঃখজনক ও সুদূরপ্রসারী, তেমনি বন্ধু-বান্ধবদেরও কেউ কেউ ভাবতে পারেন যে, যা রটে এর কিছু তো বটে। এর প্রতিক্রিয়া শুধু প্রধান শিক্ষক নয়, তার পুত্র-কন্যার জন্য ক্ষতিকর। নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার ভেতর দিয়েই কেবল এর প্রতিক্রিয়া দূর হতে পারে। দুই, ঘটনাটির পেছনে দুষ্টচক্রের খেলা থাকা অস্বাভাবিক নয়। ক্ষুদ্র স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য এরা একটা অবুঝ কিশোরীকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। যদি তা করা হয়ে থাকে তাহলে এর চেয়ে জঘন্য অপরাধ আর কিছু নেই। এরা শিক্ষককে মেরেছে। শিক্ষক সম্প্রদায়ের চরম ক্ষতি সাধন করেছে। আবার মেয়েটিকেও বাঁচতে দেয়নি। এদের অপরাধ হবে ক্ষমার অযোগ্য। কিন্তু এর কোনটাই নিরপেক্ষ তদন্ত ছাড়া সম্ভব নয়। তাই জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই এর তদন্ত ও প্রতিকার হওয়া উচিত। এমন ব্যবস্থা নেয়া দরকার যাতে ভবিষ্যতে এহেন ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।